নারায়নগঞ্জে এমপির গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে কাউন্সিলরসহ আটক ১০

মধ্যরাতে কুমিল্লা-২ আসনের এমপি সেলিমা আহমেদ মেরীর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। এ ঘটনায় নাসিক ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার মধ্যরাতে সিদ্ধিরগঞ্জের ওমরপুর এলাকার প্রবাসী কালুরবাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়।

এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে মামলার প্রস্তুতি চলছে। আটক গোলাম মোহাম্মদ সাদরিল নাসিক ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে বিএনপিদলীয় সাবেক এমপি মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের ছেলে।

পুলিশসূত্রে জানা যায়, কুমিল্লা-২ আসনের এমপি সেলিমা আহমেদ মেরীর ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) সোহেলের চাচাতো বোন সালাম বেগম ও তার স্বামী হাফেজ আহমেদ সিদ্ধিরগঞ্জের ওমরপুর এলাকার কালুরবাড়ির চার তলায় ভাড়ায় বসবাস করেন।

বিয়ের পর থেকেই দুজনের মধ্যে পারিবারিকবিষয়ক নিয়ে একাধিকবার ঝগড়া হয়।

ওই ঝগড়া সমাধানের জন্য সোহেল রাত সাড়ে ৯টায় সিদ্ধিরগঞ্জে এমপি সেলিমা আহমেদ মেরী, তার চাচা ও সালমার বাবা জয়নাল আবেদীনসহ তার নিকটাত্মীয়দের নিয়ে আসেন।

বিচার সালিশ শেষে উভয়পক্ষকে মিলে যাওয়ার কথা বলে নিচতলায় চলে আসেন এমপি সেলিমা আহমেদ মেরীসহ তার লোকজন।

তখন ওই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শুরু করেন হাফেজ আহমেদ। চিৎকার শোনে তাকে উদ্ধার করতে নাসিক কাউন্সিলর সাদরিলসহ এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে গেলে স্থানীয় লোকজন বাড়িটি ঘেরাও করে ফেলে।

পরে স্থানীয় লোকজনের ভয়ে এমপি গাড়িতে না উঠে নিচতলার একটি রুমে চলে যায়। বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করা লোককে মারধর করা হচ্ছে

ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে এমপির পিএস সোহেল এবং তার এক খালাতো ভাইকে লাঞ্ছিত করেন এলাকাবাসী।

একই সময় এমপির গাড়ির গ্লাস ভাঙচুর করে তারা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে এমপি সেলিমা আহমেদ মেরীকে উদ্ধার করে।

সিদ্ধরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (অপারেশন) জসিমউদ্দিন জানান, এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় অভিযোগ দিয়েছেন কুমিল্লা-২ আসনের এমপি সেলিমা আহমেদ মেরীর ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) সোহেল। এতে নাসিক কাউন্সিলর সাদরিলকে প্রধান আসামি করে ১০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে এ ব্যাপারে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করব বলেও জানিয়েছেন ওই পুলিশ কর্মকর্তা।